মাউস

বাহ্যিকভাবে মাউস দেখতে চেপ্টা সমতল বিশিষ্ট একটি বহিরাবরণ যার উপরিভাগে থাকে এক বা একাধিক বাটন ও নিচের অংশে থাকে বহুদিক নির্দেশক একটি যন্ত্র(সাধারণত একাট বল) এবং সেন্সর যা মাউসের ভিতরের বলকে ঘূর্ণনে সাহায্য করে। পিছনের একটি সংযুক্তকারী তার দিয়ে মাউস কম্পিউটারের সংগে যুক্ত থাকে।

প্রাথমিকভাবে মাউসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১.ম্যাকানিক্যাল মাউস।

ম্যাকানিক্যাল মাউস- এই মাউস-এ ১টি রবার বা ধাতব বল মাউসের নিচের অংশে থাকে যা মাউসকে সবদিকে ঘুড়তে সাহায্য করে। মাউসের ভিতরের ম্যাকানিক্যাল সেন্সর ধাতব বলের ঘূর্ণনের দিক নির্দেশনা দেয়।

২.অপটোম্যাকানিক্যাল মাউস ।

অপটোম্যাকানিক্যাল মাউস- এই মাউসের গঠন ম্যাকানিক্যাল মাউসের মতই কিন্তু এখানে ধাতব বল ঘূর্ণনের জন্য ম্যাকানিক্যাল সেন্সরের পরিবর্তে অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহৃত হয়।

৩. অপটিক্যাল মাউস।

অপটিক্যাল মাউস- মাউস নড়াচড়া করার জন্য সেন্সর ব্যবহার করা হয়। অপটিক্যাল মাউস-এ ম্যাকানিক্যাল ঘূর্ণন অংশ (বল) থাকে না। অপটিক্যাল মাউস, ম্যাকানিক্যাল এবং অপটোম্যাকানিক্যাল মাউস এর চেয়ে দ্রুত কাজ করে কিন্তু এর মূল্য একটু বেশি।

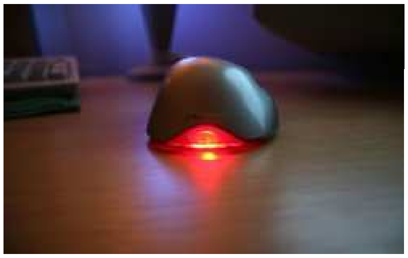

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

বাটনের উপর ভিত্তি করে মাউস দুই প্রকার ঃ

১ . সিঙ্গেল বাটন মাউস ।

সিঙ্গেল বাটন মাউস - এতে একটি মাত্র বাটন থাকে। এই মাউস নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক। কারণ, একটি বাটন থাকার কারণে কোন বাটনে কত বার ক্লিক করতে হবে এই সংক্রান্ত ঝামেলা সহজেই এড়ানো যায়।

২. মাল্টি বাটন মাউস।

মাল্টি বাটন মাউস - একাধিক বাটন যুক্ত মাউসকে মাল্টি বাটন মাউস বলে। বর্তমানে দুই, তিন অথবা চার বাটনের মাউস ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত নিয়ন্ত্রকের চিত্র নিম্নে দেখানো হল ঃ

টাচ পেড

স্টাইল স্ট্রেক বল

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

এই **টিউটোরিয়ালটি** এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যারা কখনও কম্পিউটার ব্যবহার করেনি এমন সাধারণ মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে । আমরা এখানে লক্ষ্য করব মাউসের ব্যবহার এবং অন্যান্য কিছু বেসিক ধারণার উপর।

মাউস হল এক ধরনের ছোট আকৃতির যন্ত্র যা কম্পিউটারের পর্দায় কার্সর বা পয়েন্টার নামক বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

কার্সর হল কম্পিউটারের পর্দায় তীর বা এক ধরণের চিহ্ন। যখন তুমি মাউস নাড়াও তখন কম্পিউটারের পর্দায় কার্সর নড়াচড়া করে । এটি শুধুমাত্র একটি তীর চিহ্ন কিন্তু এর প্রভাব পড়ে যখন এটি কোন লেখার,খালি জায়গার,কোন ছবি অথবা কোন ওয়েবসাইটের লিংকের উপর রাখা হয়।

এবার আমরা বিভিন্ন আকৃতির কার্সর এর সাথে পরিচিত হই-

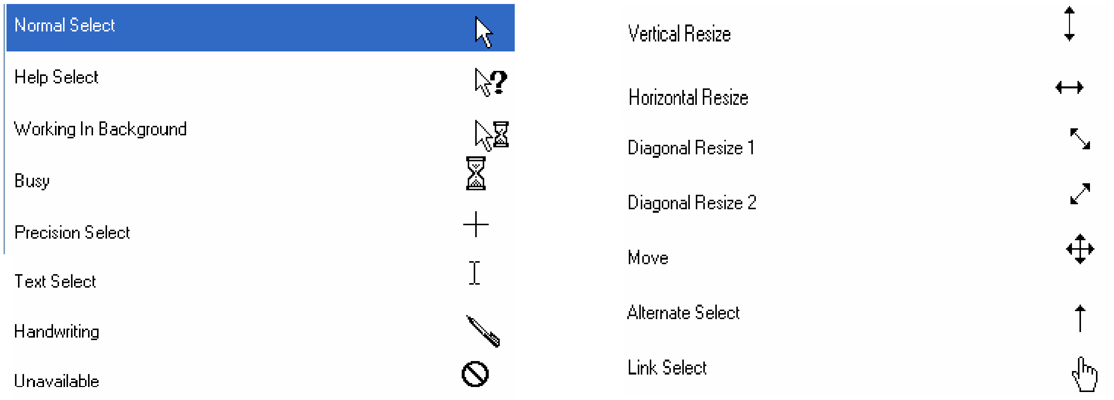

পর্দায় কোন বস্তুর উপর প্রভাব ফেলতে হলে মাউসটি ঘুরিয়ে কার্সর বস্তুটির উপরে রাখা হয় এবং একটি বাটনে (সাধারনত মাউসের বাম বাটনে) চাপ প্রয়োগ অর্থাৎ “ক্লিক” করা হয়। এসো আমরা এটি প্রাকটিস করি।

বেশিরভাগ মাউসের দুইটি বাটন থাকে, আবার কিছু মাউসের অতিরিক্ত বাটনও থাকতে পারে। এছাড়া বাটন দুইটির মধ্যে একটি চাকা থাকে যার সাহায্যে পর্দায় বিভিন্ন তথ্য উঠানামা করা হয়।

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

মাউসের অবস্থান

মাউসটি কী-বোর্ডের কাছে একটি মাউস প্যাডের উপর (অথবা ডেস্কে) রাখা হয়। এর তার ডেস্কের সামনের দিকে ঘুরিয়ে রাখা হয় যা তোমার বিপরীত দিকে থাকে। ডান হাতি মানুষের জন্য সাধারণত, মাউস কী-বোর্ডের ডান পাশে রাখা হয় এবং কোন কোন সময় বা-হাতিরা এই পজিশনে রাখে কিন্তু কী-বোর্ডের বাম পাশে রাখলে তাদের জন্য বেশি সুবিধাজনক কারণ তারা কাজে অভ্যস্থ হাত ব্যবহার করে সহজেই মাউসের কাজগুলো করতে পারে।

মাউস প্যাডের উপর মাউস ধরা হাতটি সমান্তরালভাবে রেখে হাতের তালুর সাহায্যে মাউসের পেছনের অংশ ধরতে হবে। মাউসের পার্শ্ব বৃদ্ধ আঙ্গুল এবং শেষের দুই আঙ্গুলের সাহায্যে মাউস প্যাডের উপর রাখতে হবে।

তোমার তর্জনী বাম বাটন এবং মধ্যমা ডান বাটন এর উপর রাখ।

- মাউস প্যাডের উপর মাউসটি মসৃনভাবে ঘুরিয়ে দেখবে পর্দায় কি ঘটে। মাউসটি পুরো বামে-ডানে ঘুরিও না (যেভাবে গাড়ির ষ্টেয়ারিং ঘুরানো হয়) বরং বাটন সামনের দিকে মুখ করে বামে বা ডানে ঘুরাও।

ক্লিক করতে গিয়ে সাধারণ সমস্যা ঃ

জোরে এবং দীর্ঘ সময় চেপে ধরা -

মাউস ঘুরানোর সময় যদি তুমি খুব জোরে মাউসটি চেপে ধর তাহলে এর প্রভাব পড়বে। স্বাভাবিকভাবে ধরতে হবে, বল প্রয়োগ হবে তখনই যখন মাউস ক্লিক করতে হবে। মনে রেখো মাউসের বাটন দ্রুত চাপ দিয়ে নামালে “ক্লিক” করে শব্দ হয়।

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

মাউস ঘুরানো ঃ

তুমি যদি মাউসটি উপরে তুলে ধর অথবা কয়েক ইঞ্চি নিচে নামাও দেখবে কার্সর নড়াচড়া করবে না । অর্থাৎ যখন মাউসটি শূণ্যে অবস্থান করে তখন কম্পিউটারের পর্দায় কার্সর নড়বে না।

প্রায়ই কিছু শব্দ ক্লিক করে অন্য পৃষ্ঠায় যাওয়া হয়। সাধারণত এসব শব্দ ("লিংক" নামে পরিচিত) অন্যান্য লেখার চেয়ে আলাদা রং-এর হয় এবং আন্ডার লাইন করা থাকে। যখন কার্সর কোন লিংকের উপরে রাখা হয় তখন কার্সরটি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে হাত পর্দায় নির্দেশিত।

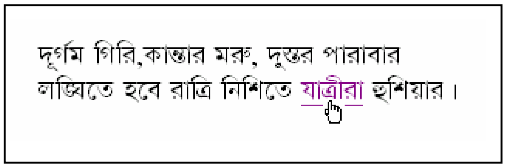

ক্লিক করা এবং টেনে নেওয়া ঃ

পর্দায় কোন বস্তুতে ক্লিক করে বা টেনে নিয়ে উক্ত লেখা বা ছবি চিহ্নিত করা হয়। কোন বস্তুকে সড়ানোর জন্য প্রথমে মাউস কার্সর বস্তুর উপর রাখতে হবে এবং মাউসের বাম বাটন নিচের দিকে চাপ দিয়ে ধরে মাউসটি নাড়িয়ে কার্সরকে টেনে নিতে হবে যেখানে বস্তুটি নিতে চাও। তারপর মাউসের বাটন ছেড়ে দিয়ে দেখবে নির্ধারিত স্থানে উক্ত বস্তুটি চলে এসেছে।

চিহ্নিত করা ঃ

একটি অনুচ্ছেদের লেখার উপর মাউস কার্সর রাখ, মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে লেখার উপর দিয়ে মাউসটি নিয়ে লেখার যে অংশ চিহ্নিত করতে চাও তার পাশে বাটন ছেড়ে দাও। লক্ষ্য কর, তুমি যে লেখার উপর মাউস নিয়ে গেছ তা চিহ্নিত হয়েছে। উদাহরণ-

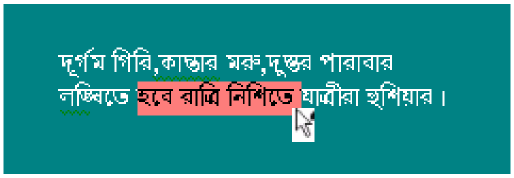

ডান বাটনে ক্লিক করা ঃ

মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করা হলে একটি তালিকা চলে আসে যাকে বলা হয় "কনটেক্সট মেনু"। ডান পাশের চিত্রের মাধ্যমে সহজে বোঝা যায়। যদি তুমি ভুল করে একটি কনটেক্সট মেনু) খোল, তুমি এটি আবার বন্ধ করেত পার। মাউসের কার্সর ফাঁকা জায়গায় নিয়ে পুনরায় বাম বাটনে ক্লিক করে দেখ "কনটেক্সট মেনু" টি চলে গেছে ।

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

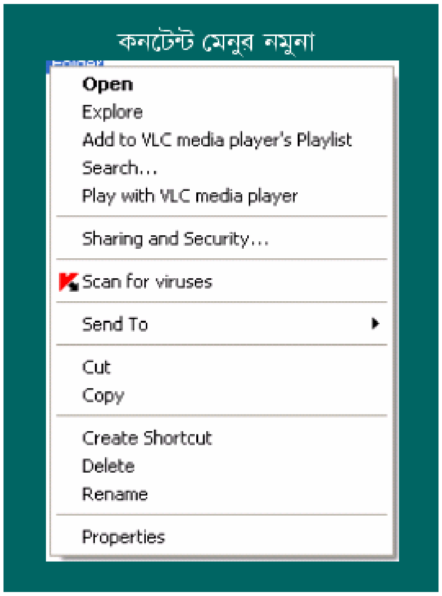

এখন রাইট বাটন ক্লিক করে "কনটেক্সট মেনু" খোলা ও বন্ধ করার প্রাকটিস কর।

** কনটেক্সট মেনু-তে কিছু কমন জিনিস থাকে যা পর্দায় উপরের মেনুবারে পাওয়া যায়।

স্ক্রল বারস ঃ

এতক্ষণ তোমরা মাউসের প্রাথমিক ব্যবহারের সাথে পরিচিত হয়েছ। আমরা আরও কিছু ধারণা দেব যা তোমার প্রয়োজন হবে। শুরু করা যাক স্ক্রোল বার দিয়ে।

পর্দার ডান পাশে ধুসর রং-এর একটি বার রয়েছে যার উপরে এবং নিচে তীর চিহ্নিত, একে বলা হয় স্ক্রোল বার। এটি ওঠা নামা করানো যায় এবং পর্দার আকারের সীমাবদ্ধতার কারণে অতিরিক্ত লুকানো জিনিসগুলো দেখা যায়।

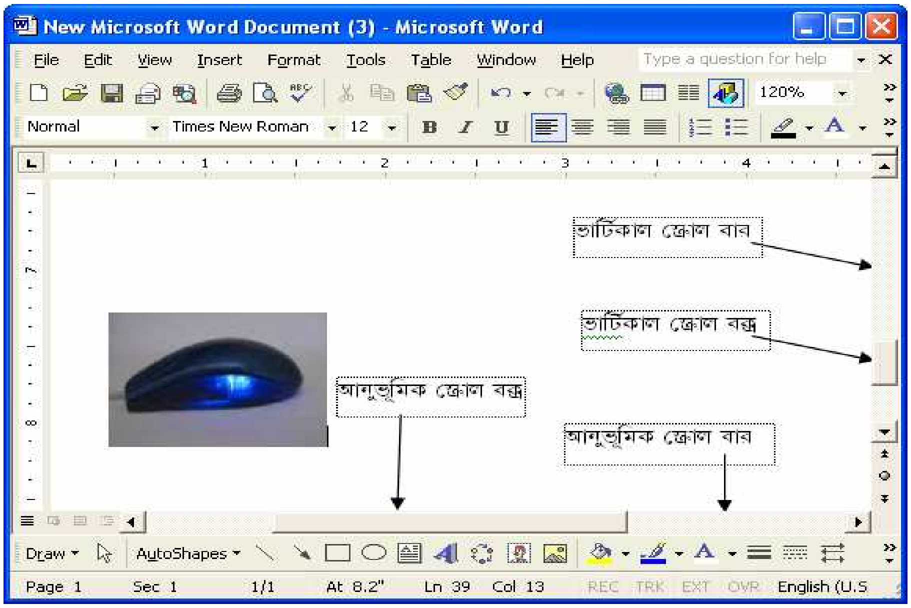

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

অনেক উপায়ে স্ক্রোল করা যায়। আমরা সবচেয়ে উপযোগী তিনটি উপায়ের আলোচনা করবঃ

- কী-বোর্ডের তীর চিহ্ন ব্যবহার করে স্ক্রল করা;
- কী-বোর্ডের নিম্নমূখী তীর চিহ্নিত বাটনে চাপ প্রয়োগ করে পৃষ্ঠা নিচে নামানো যায়। প্রতিবার কী-তে বল প্রয়োগে পৃষ্ঠার সামান্য অংশ স্ক্রোল হয়। পৃষ্ঠার উপরের অংশে ফিরে আসার জন্য আবার উর্ধমূখী তীর চিহ্ন ক্লিক করতে হয়।
- এখন পৃষ্ঠার নিচের অংশে যাওয়ার জন্য কী-বোর্ডের নিম্নমূখী তীরে ক্লিক কর।

স্ক্রোল বার ব্যবহার করে স্ক্রোল করা ঃ

লক্ষ্য কর স্ক্রোল বারের মধ্যে একটি বক্স রয়েছে। এই বক্সের আকৃতি নির্ভর করে পর্দায় দৃশ্যমান তথ্যের আড়ালে কতখানি অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে তার উপর। এই বক্স ব্যবহার করে পৃষ্ঠা স্ক্রোল করতে হলে, প্রথমে কার্সর স্ক্রোল বক্স এর উপর রাখতে হবে। বাম বাটন নিচের দিকে নামিয়ে ধরে স্ক্রোল বক্সটি উপরে না নিচে নামাতে হবে। তোমার প্রয়োজনীয় অবস্থানে রাখার পর তুমি মাউসের বাটনটি ছেড়ে দেবে।

স্ক্রোল হুইল ব্যবহার করে স্ক্রোল করা ঃ

যদি তোমার মাউসে স্ক্রোল হুইল থাকে তাহলে তুমি এই চাকা আঙ্গুল দিয়ে ঘুরিয়ে পৃষ্ঠা উঠা-নামা করাতে পার। তোমার তর্জনী দিয়ে আলতোভাবে এই চাকা ঘুরাও যে দিকে তুমি উঠাতে বা নামাতে চাও।

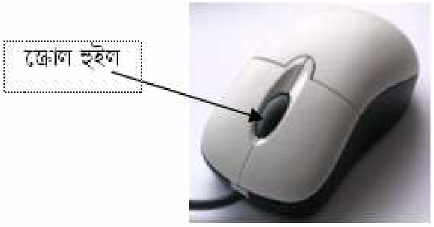

আনুভূমিকভাবে স্ক্রোলিং করা ঃ

হরজেন্টাল স্ক্রোলবার এর সাহায্যে তুমি তোমার তথ্যগুলো ডানে-বামে সরাতে পার আর ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বারের সাহায্যে তথ্যগুলো উপরে- নিচে নিতে পার। হরজেন্টাল স্ক্রোল বার ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বারের মতই কাজ করে। মাউসের বাম বাটন এবং কী-বোর্ডের বামে বা ডানে তীর চিহ্নিত কী ব্যবহার করে হরজেন্টাল স্ক্রোল বারে ক্লিক করা এবং টেনে সরানোর প্রাকটিস কর।

কিভাবে কপি এবং পেষ্ট করা যায় ঃ

কপি এবং পেষ্ট করে শব্দগুচ্ছ বা তথ্য এক পৃষ্টা থেকে অন্য পৃষ্টায় নেয়া হয়। তথ্য উপাদান হতে পারে শব্দ, শব্দগুচ্ছ, পৃষ্টা, চিহ্ন, ছবি, ফাইল অথবা ফোলডার। কপি এবং পেষ্ট এর কাজ তুমি তোমার মাউসের বাম বাটন এবং ডান ব্যবহার করে করতে পার । মাউসের সাহায্যে কপি এবং পেষ্ট করার পদ্ধতি নিম্নের ধাপগুলোতে দেয়া হল ঃ

১। মাউসের বাম বাটন দিয়ে তথ্য উপাদানের যে অংশ কপি করতে চাও এর শুরুতে কার্সর রেখে বাটন ক্লিক করা অবস্থায় কার্সরটি টেনে নিয়ে তথ্য উপাদানে যে অংশ কপি করতে চাও তার শেষে চিহ্নিত কর ।

২। মাউসের বাম বাটনটি এবার ছেড়ে দাও ।

৩। চিহ্নিত অংশের উপর মাউসের ডান বাটন রেখে ক্লিক কর। একটি কমান্ড আসবে।

৪। কমান্ড বক্স এ কপি (copy) নামে একটি অপশন আসবে যাতে বাম বাটনে ক্লিক করতে হবে।

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

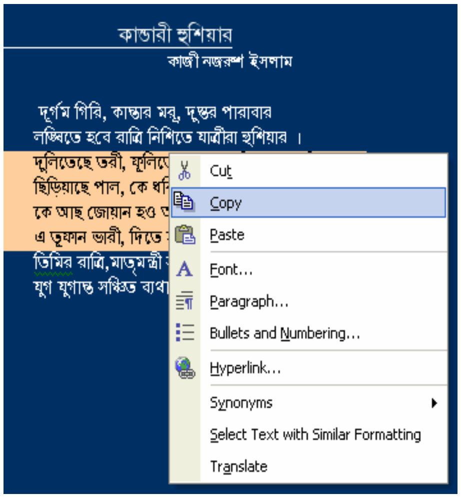

৫। যে যায়গায় তুমি চিহ্নিত অংশ পেষ্ট করতে চাও তা ঠিক কর।

৬। উক্ত যায়গায় গিয়ে রাইট বাটন ক্লিক কর।

৭। এখানেও একটি কমান্ড বক্স আসবে যাতে পেস্ট (past) নামক অপশন থাকবে।

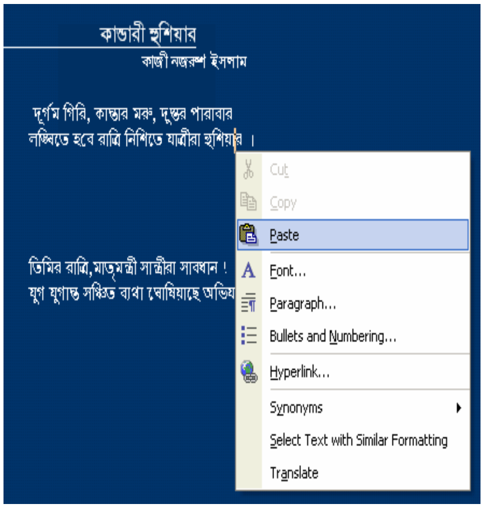

৮। পেস্ট এর উপর বাম বাটন ক্লিক কর এবং দেখ চিহ্নিত উপাদান পেস্ট হয়ে গেছে এবং কমান্ড বক্সটিও চলে গেছে।

টেক্সট বক্স ঃ

** পর্দার বাম পাশে প্রদর্শিত বক্সটিকে টেক্সট বক্স বলা হয় । এই বক্সে আমরা লেখা টাইপ করতে পারি।

- কার্সর বক্সের ভিতর রেখে একবার ক্লিক কর।
- লক্ষ্য কর বক্সের ভিতর বাম পাশে একটি উলম্ব লাইন দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হল কম্পিউটার প্রস্তুত তোমাকে টেক্সট বক্সে কিছু লিখতে দেয়ার জন্য।
- তোমার নামের প্রথম অংশ টাইপ কর ।

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

- যদি তুমি টাইপ করতে ভুল কর, তবে কী-বোর্ডের ‘Backspace’ কী দিয়ে তুমি তোমার লেখা মুছে ফেলতে পার।

ড্রপ ডাউন মেনু ঃ

তুমি কোথায় যেতে চাও ?

Choose... ▾

- ‘Choose’ লেখার বাম পাশে বক্সে ক্লিক করলে ড্রপ ডাউন মেনু চলে আসবে। (তুমি কোথায় যেতে চাও)
- মাউস সরিয়ে তোমার পছন্দের মেনুর উপর রাখ। লক্ষ্য কর প্রতিটি অপশনের উপর কার্সর রাখার পর উহা চিহ্নিত হয়।
- একটি অপশন বাছাই কর এর উপর ক্লিক করে।
- তুমি যদি ভিন্ন অপশন বাছাই করতে চাও, তাহলে আবার মেনু খুলতে পার।

**** চেক বক্স ঃ**

কোনটা পছন্দ করঃ

☐ কেক

☐ চকলেট

☐ বিস্কুট

☐ আইসক্রীম

- বামের ছোট বক্সগুলো হল চেক বক্স।
- এগুলো দিয়ে তালিকাভুক্ত এক বা একাধিক আইটেম নির্দিষ্ট করা যায়।
- তালিকা থেকে এক বা একাধিক মিষ্টান্ন বাছাই করা যায় চেক বক্স ক্লিক করে।
- লক্ষ্য কর তোমার বাছাইকৃত আইটেম এর বক্সে একটি টিক (✔) চিহ্ন চলে আসবে।
- চেক বক্সে ক্লিক করে আবার তুমি টিক চিহ্ন তুলে দিতে পার। বাছাইকৃত আইটেমটি বাদ দেয়ার জন্য এবং অন্য আইটেম সিলেক্ট করার জন্য টিক (✔) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

রেডিও বাটন ঃ

তোমার স্বপ্নের বাড়ী হবে-

o সমুদ্র সৈকতে

o পাহাড়ে

o মরুভুমিতে

o শহরে

- বাম পাশের ছোট বৃত্তগুলোকে রেডিও বাটন বলে।
- রেডিও বাটন দিয়ে তালিকা থেকে মাত্র একটি আইটেম সিলেক্ট করা যায়।
- বৃত্তের উপর ক্লিক করে একটি অপশন সিলেক্ট করা হয়।
- লক্ষ্য করলে দেখবে সিলেক্ট করা আইটেমের বৃত্তের ভিতর একটি ডট (•) চিহ্ন চলে আসবে ।

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

➢ যদি দ্বিতীয় কোন অপশন সিলেক্ট কর তবে পূর্বে বাছাইকৃত অপশনটি নিজেই বাদ পড়বে।

কাজ শুরু করা -

ফাইল খোলা ঃ

সাধারণত ইন্টারনেট অথবা কম্পিউটারের অন্য কোন কাজ শুরু করতে পর্দায় প্রদর্শিত ছবিতে ক্লিক করা হয়, যাকে “আইকন” বলা হয়। আইকন প্রদর্শিত হয় “ডেক্সটপে”। ডেক্সটপ হল কম্পিউটার অন করার পর কোন কাজ শুরু করার পূর্বেই যা কম্পিউটারের পর্দায় দেখা যায় ।

কোন কাজ শুরু করতে হলে মাউসের পয়েন্টার বা কার্সর আইকনের উপর রাখ এবং লেফট বাটন পর পর দুইবার দ্রুত ক্লিক কর। একে বলা হয় ডবল ক্লিক।

মনে রেখো দুইবার ক্লিক করার মাঝে মাউস সরানো যাবে না, তাহলে পর্দায় নতুন কিছু আসবে না।

বন্ধ করা ঃ

উইন্ডোজ বা পর্দায় প্রদর্শিত কাজ শেষ করার জন্য তা বন্ধ করতে হবে। উপরের মেনু বারের ডানে ☒ চিহ্নিত বক্সকে ক্লিক করে উইন্ডোজ বন্ধ করা হয়।

উইন্ডোজ বন্ধ করার আরেকটি উপায় হল- উপরের মেনু বারের বাম দিকে “File” এ ক্লিক করলে একটি ড্রপ ডাউন মেনু আসবে। যেখান থেকে “Exit” সিলেক্ট করে ক্লিক করলে উইন্ডোজ বন্ধ হয়ে যাবে।

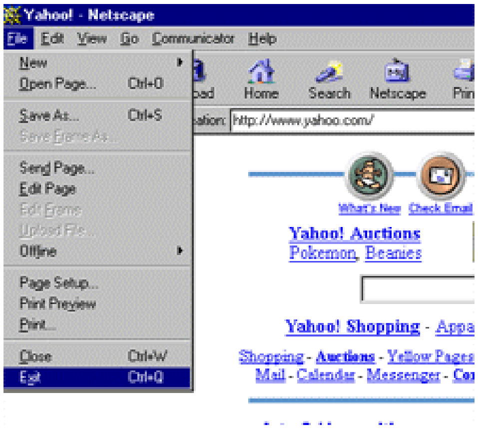

তুমি কি সঠিকভাবে মাউসটি ব্যবহার করতে পারছ ? তুমি কি সব সময় সঠিক লক্ষবস্তু সনাক্তকরতে ব্যর্থ হচ্ছ ? ভাল, দুশ্চিন্তা করনা। কিভাবে সঠিকভাবে মাউস ব্যবহার করা যায় এ বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে পরামর্শ দেয়া হলোঃ

যদি মাউসটি সঠিকভাবে কাজ না করে তবে তোমার প্রয়োজন মাউস বলটি পরিস্কার করা। কিভাবে মাউস বলটি পরিস্কার করবে?

কম্পিটার মাউস সঠিকভাবে কাজ করার উপযোগী করতে মাত্র দুই মিনিট সময় লাগে। নিম্নের ধাপগুলো অনুসরন কর-

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

১. মাউসের নিচের অংশের চেপ্টা সমতল পৃষ্ঠা হতে ডাকনাটি অপসারন কর যা মাউস বলকে মাউসের মধ্যে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

২. মাউস বলটি অপসারন কর।

৩. মাউস বলটি ধূলি-ময়লামুক্ত কর কারণ, ধূলি মাউসের বড় শত্রু।
পরিস্কার হয়ে গেলে বলটি কম্পিটার মাউসে লাগিয়ে ডাকনা দিয়ে পুনরায় আটকিয়ে দাও।

৪. প্রকৃতপক্ষে তোমার মাউস বল পরিস্কার করার দরকার নাই বরং তুমি মাউসের ভিতরের চাকাগুলো পরিস্কার কর। সাধারণত পেপার ক্লিপ দিয়ে এটা করা যায় কিন্তু অধিক ময়লা হলে তুমি ছুড়ি ব্যবহার করতে পার অথবা তুলার সাথে অ্যালকোহল লাগিয়েও চাকা পরিস্কার করা যায়।

২. সবশেষে মাউসটি পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আস।

সাবধানতা ঃ

১ । পানি দিয়ে মাউস পরিস্কার করার চেষ্টা করনা ।

২ । কোন প্রকার অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করনা এতে মাউসটি স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা তুমি আঙ্গুলে আঘাত পেতে পার ।

This PDF was created using the PDF Converter Elite software.
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com